তারিখ 11 OCT 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

যুগান্তর

নিয়ন্ত্রণহীন কারিগরি শিক্ষা

লাগাম টানতে ৩৭ দফা কর্মসূচি

মুসতাক আহমদ

নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা। কয়েক বছর ধরে সরকার এ খাতকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। দেশী-বিদেশী অর্থায়নে একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে বরাদ্দ করছে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু সেই তুলনায় সরকার কাঙ্ক্ষিত ফল পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছাড়াই চলছে এ শিক্ষা। এর উন্নয়নে কেন্দ্র থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত কোনো তদারকি নেই। ফলে কারিগরি শিক্ষা খাতে তৈরি হয়েছে বিশৃংখলা।

- শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন না, অনুমতি ছাড়াই থাকেন অনুপস্থিত
- একশ্রেণীর সিন্ডিকেট প্রকল্পের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে

অভিযোগ রয়েছে, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর, বোর্ড, বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। এ সিন্ডিকেটের সদস্যরা অনেকটা মিলেমিশে দুর্নীতি করছেন। প্রকল্পের অর্থ নানাভাবে হাতিয়ে নিচ্ছেন। এর বাইরে এমপিওভুক্তি, প্রতিষ্ঠান অনুমোদন, পরীক্ষা কার্যক্রমসহ নানা ক্ষেত্রে ঘটছে অনিয়ম। সরকারি বাসাবাড়ি জবরদখল করে রাখা, নিয়মিত ক্লাস না নেয়া, অনুমতি ছাড়া শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতি, নিজের প্রতিষ্ঠান ছেড়ে ডেপুটেশন ও সংযুক্তির নামে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করাসহ নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি চলছে এ খাতে।

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ এ বিষয়ে বলেন, আমরা ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী বাড়ানোর উদ্যোগ নেই। যে কারণে ১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী এ স্তরে লেখাপড়া করছে। এ খাতের সমস্যা চিহ্নিত করেই আমরা সমাধানমূলক কর্মসূচি নিয়েছি। তা বাস্তবায়িত হলে কোনো অভভের অস্তিত্ব থাকবে না।

জানা গেছে, কারিগরি শিক্ষায় বিরাজমান উল্লিখিত বিশৃংখলা ও অনিয়ম-দুর্নীতি দূর করতে ৩৭ দফা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ৩৭টির মধ্যে অতিজরুরি কয়েকটি সর্বনিম্ন ১৫ দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করা হবে। তা করা সম্ভব হলে কারিগরি শিক্ষায় প্রাথমিক শৃংখলা স্থাপন করা সম্ভব। এরপর দীর্ঘমেয়াদি বাকি কাজগুলো এগিয়ে নেয়া হবে।

অভিযোগ আছে, বিভিন্ন সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা চলছেন অনেকটাই ফ্রি স্টাইলে। বৈধভাবে ছুটি না নিয়েই অনেকে দিনের পর দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকছেন। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ ধরনের শিক্ষকের সংখ্যা কয়েকশ। ঐ কারণে ৩০ সেপ্টেম্বর এক আদেশে মন্ত্রণালয় অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরকে (ডিটিই) নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া নিয়ন্ত্রণহীন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

নিয়ন্ত্রণহীন : কারিগরি শিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, মনোটেকনিক, টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন উপস্থিতি মনিটরিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মনিটরিংয়ের দায়িত্বও দেয়া হয়েছে ডিটিই মহাপরিচালক ও কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে।

ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ (ডিপিআই) বিভিন্ন পলিটেকনিক ও বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠানের আবাসিক ভবন অবৈধ ও অননুমোদিতভাবে দখল করে রেখেছেন একশ্রেণীর শিক্ষক ও কর্মচারী। দখলদারের তালিকায় বহিরাগতরাও আছে। জানা গেছে, কয়েক দিনের জন্য ভাড়া নিয়ে তাতে তারা দিনের পর দিন অবস্থান করছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদও করেনি। এ অবস্থায় দখলদারকে উচ্ছেদে ডিপিআই অধ্যক্ষ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে চিঠি দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনেকাংশে দুর্বল। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমও বিধিবদ্ধ নয়। সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি এসব প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগৃহীত হয়। কিন্তু তা যেনতেনভাবে খরচের মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে এই অর্থ যাতে অপচয় বা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যয় না হয়, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানপ্রধানদের দিকনির্দেশনা দেয়া হবে।

অপরদিকে শিক্ষা বোর্ডে বেশকিছু শিক্ষক-কর্মচারী শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত আছেন। এমনও অনেকে আছেন যারা সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত নিজ প্রতিষ্ঠানের বাইরে ডেপুটেশন ও সংযুক্তির আড়ালে কর্মরত আছেন। এসব ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করতে মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিয়েছে। অপরিহার্য না হলে এ ধরনের সংযুক্তি ও ডেপুটেশন আর দেয়া হবে না।

অধিদফতর ও বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক/কর্মচারীদের নিয়মিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও ব্যক্তিগত নথি সংরক্ষণ করা হয় না। ফলে পদোন্নতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি প্রদানের সময় জটিলতা তৈরি হচ্ছে। এসব সমস্যা নিরসনের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য আলাদা ব্যক্তিগত নথি খুলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও হালনাগাদ, এসিআর সংরক্ষণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে নিবিড় তদারকি, পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, অধিদফতর এবং বোর্ডের কর্মকর্তাদের মাসিক পরিদর্শন সূচি প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষা যুগোপযোগী এবং দেশবিদেশে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যানকে প্রধান করে ১৪ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। বিভিন্ন পলিটেকনিকের শিক্ষক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক নেতা, উদ্যোক্তা, বস্ত্র, কৃষি ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা এতে আছে। কমিটিকে বিদ্যমান কারিকুলাম সংশোধন ও পরিবর্তন করে নতুন রূপে প্রণয়নের জন্য খসড়া উপস্থাপন করা হবে। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে, এ স্তরের শিক্ষা হবে দেশীয় শিল্প চাহিদা এবং বিশ্ব চাহিদার নিরিখে। এজন্য গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে মানসম্মত ও যুগের চাহিদার নিরিখে পাঠ্যক্রম করতে চায় সরকার। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলছেন, এইচএসসি ভোকেশনাল কারিকুলাম যথেষ্ট যুগোপযোগী নয়। এ কারণে গঠিত কমিটি সমস্যা চিহ্নিত করে সুপারিশ দেবে। এ কমিটিতে স্টেকহোল্ডারদেরও রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকারের ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী, ২০২০ সালের মধ্যে ২০ ভাগ শিক্ষার্থীকে কারিগরি শিক্ষায় ভেড়াতে (এনরোলমেন্ট) হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো এনরোলমেন্ট জরিপ হয়নি। এজন্য প্রথমত মনিটরিং কমিটি গঠন বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়া যথাসম্ভব দ্রুত জরিপ চালিয়ে কারিগরি শিক্ষার অবস্থা মন্ত্রণালয়কে জানাতে বলা হয়েছে।

এছাড়া কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করা, ক্যাডার ও নন-ক্যাডার চাকরি বিধি সমন্বয়, কারিগরি শিক্ষাদফতর ও এ সংস্থার মাঠপর্যায়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডাটাবেজ তৈরি, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর এবং জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমির পেন্ডিং তালিকা প্রতি ১৫ দিন পরপর মন্ত্রণালয়ে পাঠানো, কারিগরি অধিদফতর ও বোর্ডে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর খালি পদে নিয়োগ, যাদের পদোন্নতি ও টাইম স্কেল দেয়া দরকার তাদের তা দেয়া, অনলাইনে এমপিও-উপবৃত্তি দেয়া, কারিগরি শিক্ষার বর্ষপঞ্জি ও ৫ বছর মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সেল গঠন এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে শিক্ষকদের বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণ করার উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।